সংবাদ

তারিখ 13 MAY 2010
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

উপদেষ্টার নীতিমালা মেনেই এমপিওভুক্ত করা হয়েছে

আরও ১০০টি হচ্ছে

রকিব উদ্দিন

স্বচ্ছতার ভিত্তিতেই এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছিল। যারা এ বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাদের উদ্দেশ্য শুভ নয় বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

এদিকে বিতর্কিত দু'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বাদ এবং আরও শতাধিক প্রতিষ্ঠানকে নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির রিভিউ রিপোর্ট গতকাল প্রধানমন্ত্রীর কাছে জমা দেয়া হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানায়, ইতোপূর্বে প্রকাশিত এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের তালিকা পর্যালোচনা করে উপদেষ্টার নীতিমালা মেনেই নতুন তালিকা তৈরি করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা, সামাজিক ও রাজনৈতিক উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি প্রণীত নীতিমালা, আন্তঃমন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা, অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ এবং সর্বোপরি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ১ হাজার ২২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হলেও একটি বিশেষ মহল নিজেদের স্বার্থ হাসিল করার জন্য কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ বা অভিযোগ উপস্থাপন ছাড়াই শিক্ষামন্ত্রীর বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছে। তারা শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের ক্লিন ইমেজ ধ্বংসের পাঁয়তারা করছেন। তারা নিজেদের প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় ব্যর্থতা ও অদক্ষতা ঢাকতে শিক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে সওয়ার হয়েছেন বলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা বলেছেন, নিয়মনীতি ও গ্রেডিং পয়েন্টের ভিত্তিতে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা যদি সঠিক না হয়ে থাকে তাহলে কোন ধরনের নীতিমালা প্রণয়ন না করে তদবিরবাজ ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রদত্ত তালিকার ভিত্তিতেই এমপিওভুক্ত করা উচিত ছিল। সংশ্লিষ্টদের তথ্য মতে, এমপিওভুক্তির জন্য সর্বশেষ নীতিমালা প্রণয়ন হয়েছে : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ৫

হয়েছে : এমপিওভুক্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করা হয়েছিল ১৯৯৭ সালে। এ নীতিমালার আলোকেই সরকার নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করে। নতুন নীতিমালায় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জনবল কাঠামো ও শিক্ষক নিয়োগসহ বেশকিছু বিষয়ে পরিবর্তন আনা হয়। ২০০৪ সাল থেকে দেশে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির কার্যক্রম বন্ধ আছে। এবার এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনাও বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। গত শুক্রবার ভোর রাতে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির (মান্থলি পে অর্ডার-বেতনের সরকারি অংশ) তালিকা প্রকাশ করা হয়। এবার ৭ হাজার ৫৩৩টি আবেদন থেকে ন্যায্য প্রাপ্যতার ভিত্তিতে ১ হাজার ২২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে ১৫১টি ভোকেশনাল মাধ্যমিক স্কুল, ২০৪টি সেকেন্ডারি স্কুল, ১৮টি ডিগ্রি কলেজ, ১৬১টি এইচএসসি (বিএম), ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ৫০টি, ১৬৩টি দাখিল মাদ্রাসা, ২৭টি আলিম মাদ্রাসা, ৬টি ফাজিল মাদ্রাসা, ২২৮টি জুনিয়র স্কুল এবং ১৪টি স্কুল এন্ড কলেজকে এমপিওভুক্তি করা হয়েছে। ৭ হাজার ৫৩৩টি আবেদনের প্রায় সবকটির জন্যই একাধিক মন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও জনপ্রতিনিধির তদবির ছিল। কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে ১২শ' কোটি টাকায় ১ হাজার ২২টি প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করতে হয়। যেসব প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে, তার সবকটির জন্যই কোন না কোন প্রভাবশালী জনপ্রতিনিধির তদবির ছিল। এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর তালিকা প্রকাশের আগে নিজেদের এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্তির আওতায় আনতে বেশ কিছুদিন ধরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে বিভিন্ন জেলার সংসদ সদস্য এমনকি মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রীরাও এমপিওভুক্তির তদবির ও সুপারিশ নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছে ভিড় জমায়। সাবেক মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যরাও তদবির নিয়ে আসে। তদবিরবাজদের প্রচণ্ড চাপে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়।

মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, গতকাল বুধবার সংসদ সদস্য ও জনপ্রতিনিধিরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দুই শতাধিক চাহিদাপত্র (ডিও লেটার) পাঠায়। প্রভাবশালী মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীদের শতাধিক প্রতিনিধিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিভুক্তির তদবির নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে ধরনা দেয়। নতুন করে শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্তির চিন্তা-ভাবনা চললেও গতকালই প্রায় ৪০০ শতাধিক প্রতিষ্ঠানের চাহিদাপত্র আসে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। ফলে তদবিরবাজদের চাপে এমপিওভুক্তির তালিকা প্রণয়ন নিয়ে আবারও চাপে পড়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। তদবিরবাজদের চাপে মন্ত্রণালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রমও ব্যাহত হয়। গতকাল রাতে রিভিউ রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রদান করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।